খবর রাজ্যে/রাজ্যে

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর ৯৩ তম জন্মদিনে মোদী, কোবিন্দের শ্রদ্ধা

নয়াদিল্লি, ২৫ ডিসেম্বর : প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী সোমবার ৯৩ বছরে পা দিলেন। দেশজুড়ে এদিন বিজেপি কর্মীরা তাঁর জন্মদিনটি পালন করেন। প্রসঙ্গত, ১৯২৪ সালের ২৫ ডিসেম্বর গোয়ালিয়রে জন্ম হয় ভারতীয় জনতা পার্টির এই অবিসংবাদি নেতা। এনডিএ সরকারের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুভেচ্ছা জানানো হয়েছে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের তরফে। বাজপেয়ী দু'দফায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী হন। প্রথম দফায় মাত্র ১৩ দিনের জন্য তিনি প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। ১৯৯৬ সালের সেই ১৩টি দিন যথেষ্ট স্মরণীয়। এরপর ১৯৯৮ সালে বিজেপি ফের কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসে। প্রধানমন্ত্রী হন অটলবিহারী বাজপেয়ী। এই দফায় ২০০৪ সাল পর্যন্ত তিনি ক্ষমতায় ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এদিন সকাল সকালই ট্যুইট করে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানান। শুভেচ্ছা বার্তায় মোদী বলেন, ' অটলজিকে আমাদের জন্মদিনের শুভেচ্ছা। তাঁর দূরদর্শী নেতৃত্ব ভারতকে আরও উন্নত একটি দেশে পরিণত করেছে। জগৎসভায় ভারতের ভাবমূর্তি আরও উজ্জ্বল হয়েছে। আমি তাঁর সুস্বাস্থ্য কামনা করি।' রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দও ট্যুইট করে শুভেচ্ছা জানান বাজপেয়ীকে। কোবিন্দ লিখেছেন, 'প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে আমাদের অনেক ভালবাসা ও শ্রদ্ধা।' কংগ্রেসের তরফে ট্যুইট করে প্রধানমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানানো হয়। এই ট্যুইটে প্রধানমন্ত্রীর জন্য শুভকামনাও জানায় কংগ্রেস। সোমবার সকাল থেকেই রাজধানীর কৃষ্ণ মেনন মার্গে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর বাড়ির সামনে দিল্লি বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা দলে দলে হাজির হন। তাঁরা বাজনা বাজিয়ে, নাচগান করে প্রিয় নেতার জন্মদিনটি পালন করেন। উত্তর প্রদেশের কানপুরেও বিজেপি কর্মীরা প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘ জীবন কামনা করেন। এছাড়া দেশের অন্যত্র বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা তাদের প্রিয় নেতার জন্মদিনের উৎসবে মেতে ওঠেন। বাজপেয়ীকে সকাল থেকে দেখার জন্য বহু মানুষ ভিড় করেন কৃষ্ণ মেনন মার্গের বাড়িতে। প্রসঙ্গত, তিনি দেশের দশম প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর জন্মদিনটি সরকার 'স্বচ্ছ প্রশাসনিক দিবস' হিসেবে পালন করে।

যোগী আদিত্যনাথের ফ্যাশন ও উত্তর প্রদেশের উন্নয়ন নিয়ে ভূয়সী প্রশংসা মোদীর

নয়াদিল্লি, ২৫ ডিসেম্বর : কোনও বইয়ের মলাট দেখে যেমন তার ভিতরে কী আছে জানা যায় না, বা সে সম্পর্কে আগ বাড়িয়ে কোনও মন্তব্য করা উচিত হয় না, সেরকমই একজন মানুষকে তাঁর পোশাকের ভিত্তিতে বিচার করা উচিত নয়। কার্যত, একথা বলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রশংসায় ভরিয়ে দেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথকে। প্রধানমন্ত্রী সোমবার দিল্লি মেট্রোর ম্যাজেন্টা লাইনের উদ্বোধন করেন। ১২.৬৪ কিলোমিটার দীর্ঘ এই ম্যাজেন্টা লাইন দক্ষিণ দিল্লির কালকাজি মন্দির থেকে নয়ডার বোটানিক্যাল গার্ডেন পর্যন্ত বিস্তৃত।

ম্যাজেন্টা লাইনের উদ্বোধন করেই প্রধানমন্ত্রী নয়ডায় একটি প্রকাশ্য সমাবেশে ভাষণ দেন। প্রথমে তিনি ম্যাজেন্টা লাইন যে শহুরে যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে যে এক অত্যাধুনিক উদাহরণ সেকথা বলেন। এই লাইন তৈরি হওয়ায় দিল্লি ও নয়ডার মধ্যে দ্রুত যোগাযোগ সম্ভব হবে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী। এই সময়ই তিনি উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, উত্তর প্রদেশে মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব নেওয়ার সময় তাঁর দক্ষতা নিয়ে, তাঁর যোগ্যতা নিয়ে অনেকে সংশয় প্রকাশ করেছিলেন। এর অন্যতম কারণ তাঁর পোশাক। কারণ কিছু মানুষ যোগীর পোশাক দেখে ধরে নেন তিনি যেহেতু ফ্যাশনেবল মানুষ নন, তাই যথেষ্ট আধুনিক কি না, তা নিয়েও সন্দেহ আছে। কিন্তু উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী প্রমাণ করে দিয়েছেন, তিনি যা বলেন তা করেনও। মনে রাখতে হবে বিশ্বাস জিনিসটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু অন্ধ বিশ্বাস কখনই কাঙ্খিত নয়। পোশাকের দিক থেকে তিনি ফ্যাশনদুরস্ত না হলেও মনের দিক থেকে যে কতটা আধুনিক তার প্রমাণ দিয়েছেন নয়ডাতে এসে।

প্রসঙ্গত, মোদী এই মন্তব্য করে একটি রাজনৈতিক কুসংস্কারের কথা বলতে চেয়েছেন। উত্তর প্রদেশের উচ্চপর্যায়ের রাজনৈতিক মহলে একটি বিশ্বাস দীর্ঘদিন ধরে রয়েছে যে, উত্তর প্রদেশের কোনও মুখ্যমন্ত্রী যদি নয়ডা সফর করেন, তবে তিনি ক্ষমতাচ্যুত হন। প্রধানমন্ত্রী রীতিমতো ব্যাখ্যা করে বলেন, কীভাবে যোগী আদিত্যনাথ এইসব রাজনৈতিক কুসংস্কারের ঊর্ধ্বে।

অবশ্য শুধু যোগীর আধুনিক মনের প্রশংসাই করেননি মোদী, একইসঙ্গে নিজেরও ঢালাও প্রশংসা করেছেন দিল্লিবাসীর সামনে। প্রধানমন্ত্রী দাবি করেছেন, তিনি যখন গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী হন, তখন বেশকিছু মানুষ তাঁকে কয়েকটি জায়গায় যেতে নিষেধ করেছিলেন। কারণ ওই স্থানগুলি তাঁর পক্ষে কল্যাণকর হবে না। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার প্রথম বছরেই তিনি ওইসব জায়গায় যান। তাঁর কিছুই ভয় নেই।

একইভাবে যোগী আদিত্যনাথও নয়ডাকে ঘিরে যে রাজনৈতিক কুসংস্কার ছিল, কার্যত তাকে তুচ্ছ করে ম্যাজেন্টা লাইনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন। যোগী আদিত্যনাথ একেবারে তাঁর নিজস্ব স্টাইলে নয়ডায় এসেছেন এবং সভায় বক্তব্যও রেখেছেন। প্রসঙ্গত, যোগী আদিত্যনাথও বিজেপির আর একজন ফায়ারব্র্যান্ড সাংসদ। বিপুল ভোটে জয়লাভ করার পর চলতি বছরের মার্চ মাসে তিনি উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হন। এদিকে ম্যাজেন্টা লাইনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে আমন্ত্রণ না জানানোয় প্রবল ক্ষুব্ধ আম আদমি পার্টি। দিল্লি মেট্রোতে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে রাজ্য সরকারও সমানভাবে অংশ নিয়েছে। ম্যাজেন্টা লাইন তৈরিতে রাজ্য সরকার ৫০ শতাংশ অর্থ বহন করেছে। অথচ কেন্দ্রীয় সরকার এখন এমন ভাব দেখাচ্ছে, যেন তারা একাই পুরো অর্থ খরচ করেছে। এই অভিযোগ তুলে আম আদমি পার্টি বলেছে, তারা যে অর্থ দিয়েছে তা ফেরত দেওয়া হোক।

আপের সিনিয়র নেতা সঞ্জয় সিং কেন্দ্রীয় সরকারের এই নীতির তীব্র সমালোচনা করে বলেছেন, এই ঘটনা প্রমাণ করছে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যক্তিগত শত্রুতা রয়েছে। তবে এই প্রথম নয়, এই কাজ দিল্লি মেট্রো কর্তৃপক্ষ আগেও করেছেন বলে অভিযোগ করেছে তারা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে আক্রমণ করে আপ নেতা সঞ্জয় বলেছেন, এর আগে ফরিদাবাদ করিডর উদ্বোধনের সময়ও এই একই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। পুরো ঘটনাটি প্রমাণ করছে, বিজেপি নেতারা আসলে কেজরিওয়ালকে ঘৃণা করেন এবং তাদের আশেপাশে তাঁকে দেখতে চান না। দিল্লির উপমুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়াও এই একই অভিযোগ করে বলেছেন, কেজরিওয়ালকে আমন্ত্রণ না জানানোর অন্যতম কারণ তিনি প্রধানমন্ত্রীর সামনে মেট্রোর ভাড়া কমানোর দাবি করেছিলেন। ম্যাজেন্টা লাইনের উদ্বোধন নিয়েও এবার সংঘাত বাধল আপ ও বিজেপির মধ্যে।

তিন তালাক বিল নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবে কংগ্রেসের সংসদীয় দল

নয়াদিল্লি, ২৫ ডিসেম্বর : কেন্দ্রীয় সরকার আগামী অধিবেশনে তিন তালাক বিলটি সংসদে আনতে চাইছে। এই বিলে মুসলিমদের তৎক্ষণাৎ বিবাহ-বিচ্ছেদের প্রথা বন্ধ করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। বিজেপি বিলটি সংসদে আনার বিষয়ে উদ্যোগী হতেই নড়েচড়ে বসেছে কংগ্রেসও। তবে দলের মুখপাত্র মণীশ তিওয়ারি জানিয়েছেন, যদি সরকার বিলটি আনে তবে সংসদীয় দলই সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবে। প্রসঙ্গত, তিন তালাক নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরা তাদের রায় দিয়েছেন। এখন এই বিলটি আইনের অপেক্ষায় রয়েছে। মুসলিম মহিলাদের অধিকার দৃঢ় করতেই নানারকম ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। এসবের মধ্যে বিলটি অন্যতম। বিভিন্ন মুসলিম সংগঠন এই বিলের বিরোধিতা করলেও মোদী সরকার বিলটি আনতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

বৃন্দাবনের বাঁকাবিহারী মন্দিরে গোলমাল, বন্দুক বার করলেন এক দর্শনার্থী

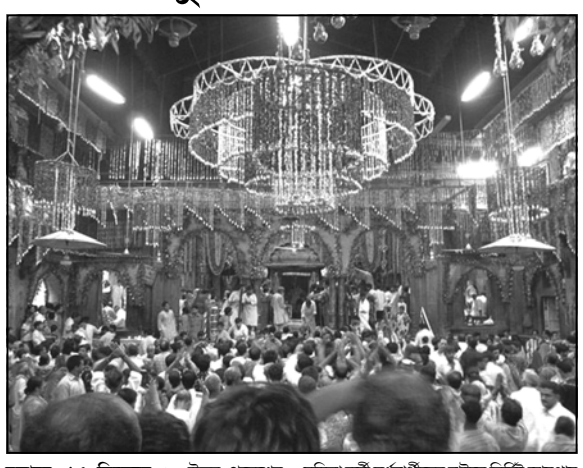

বৃন্দাবন, ২৫ ডিসেম্বর : উত্তর প্রদেশের বৃন্দাবনের বিখ্যাত বাঁকাবিহারী মন্দিরে রবিবার দর্শনার্থীদের সঙ্গে মন্দিরের কর্মীদের সংঘর্ষ বাধে। সেই সংঘর্ষের সময় মন্দির চত্বরেই এক দর্শনার্থীকে বন্দুক বার করতে দেখা যায়। অবশ্য সৌভাগ্যবশত বন্দুক বার করলেও তিনি গুলি ছোড়েননি। কারণ কেউ হতাহত হয়েছে বলে খবর পাওয়া যায়নি। তবে এই ঘটনায় মন্দিরের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। কেন গোলমাল শুরু হয় তা নিয়েও সঠিক তথ্য পৌঁছায়নি। প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, মন্দিরের এক মহিলা কর্মী দর্শনার্থীদের বাইরে নির্দিষ্ট জায়গায় জুতো খুলে আসার অনুরোধ করেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই শুরু হয় গোলমাল।

বৃন্দাবনের বাঁকাবিহারী মন্দির কৃষ্ণভক্ত মানুষের কাছে বিখ্যাত। সুযোগ পেলেই কৃষ্ণভক্ত মানুষ বৃন্দাবনের এই মন্দিরটি দর্শন করেন। প্রায় প্রতিদিন এই মন্দিরে অসংখ্য ভক্তের সমাবেশ হয়। ২৫ ডিসেম্বরের ছুটি শুরু হয়ে যাওয়ায় রবিবার থেকেই মন্দিরে দর্শনার্থীর সংখ্যা কয়েকগুণ বেড়ে যায়। সূত্র মারফত জানা গেছে, মন্দিরের বাইরে জুতো খুলে রাখাই সাধারণভাবে নিয়ম। কিন্তু এদিন কিছু বিশৃঙ্খল দর্শক জুতো পরে মন্দিরে ঢুকতে চান। বাঁকাবিহারী মন্দিরের এক মহিলা কর্মী ওই দর্শকদের জুতো বাইরে খুলে মন্দিরে ঢোকার জন্য অনুরোধ করেন। তারপরেই শুরু হয়ে যায় প্রবল গোলমাল। এমনকি এক ব্যক্তি সেই গোলমাল চলাকালীন নিজের জামার মধ্যে থেকে বন্দুক বার করেও ভয় দেখান। ফলে দর্শনার্থীদের মধ্যে প্রবল আতঙ্কের সৃষ্টি হয়।

মন্দিরের সিসিটিভ ক্যামেরায় দেখা গেছে, এক মহিলা ও ৫-৬ জন পুরুষের সঙ্গে মন্দির কর্মীদের বচসা শুরু হয়। সম্ভবত বাঁকাবিহারীকে দর্শন নিয়েই এই বচসার সূত্রপাত। কেউ কেউ অবশ্য অন্য কথাও বলেছেন। তবে বচসা শুরু হওয়ার পরই কিছু মানুষকে আতঙ্কে দৌড়োদৌড়ি করতে দেখা যায়। কেউ কেউ আবার মন্দিরের মধ্যে ঢুকে পড়ারও চেষ্টা করেন। বচসা যখন ক্রমশ বাড়ছে, সেই সময়ই এক দর্শনার্থীকে মন্দিরের মধ্যেই নিজের জামার ভেতর থেকে বন্দুক বার করতে দেখা যায়।

তবে তিনি গুলি ছোড়েননি বলেই জানা গেছে। পরে পুলিশে খবর যায়। পুলিশ এসে কিছু সময় মন্দিরে দর্শনার্থীদের ঢোকা নিষিদ্ধ করে দেয়। এরপর বেশ কিছুটা সময় পার করে পুলিশ দর্শনার্থীদের মন্দিরে লাইন করে ঢোকায়। এদিকে মন্দির কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, বৃন্দাবনে বহু মন্দির আছে। কিন্তু বন্দুক নিয়ে দর্শনার্থীদের এর আগে কখনও ঢুকতে দেখা যায়নি। এই ঘটনা তীব্র আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে দর্শনার্থীদের মধ্যে তো বটেই, সাধারণ মানুষের মধ্যেও।

আর কে নগর উপনির্বাচনের ফলাফল নিয়ে এআইডিএমকেতে কাটাছেঁড়া শুরু

চেন্নাই, ২৫ ডিসেম্বর : প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী জয়ললিতার মৃত্যুতে চেন্নাইয়ের আর কে নগর বিধানসভা আসনটি শূন্য হয়। সেখানে প্রথমে প্রার্থী করা হয়েছিল জয়ললিতার বান্ধবী শশীকলার ভাইপো টিটিভি দিনাকরণকে। কিন্তু পরে তাঁকে এআইএডিএমকে থেকে বহিষ্কার করা হয় এবং দল নিজেদের প্রার্থী দেয়। অন্যদিকে দিনাকরণ নির্দল প্রার্থী হিসেবে ওই কেন্দ্র থেকে নির্বাচনে লড়াই করেন। কিন্তু উপনির্বাচনের ফলাফলে ক্ষমতাসীন এআইএডিএমকে জোর ধাক্কা খেয়েছে। কারণ দুর্নীতির অভিযোগে দল থেকে বহিষ্কৃত টিটিভি দিনাকরণ আর কে নগর কেন্দ্র থেকে ৮৯ হাজারেরও বেশি ভোটে জয়লাভ করেছেন। জয়ী হওয়ার পরই তিনি দাবি করেছেন, তিনমাসের মধ্যেই এআইএডিএমকে সরকারের পতন ঘটবে। এদিকে এই ফলাফলে বিস্মিত তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী ই পালানিস্বামী, উপমুখ্যমন্ত্রী ও পন্নিরসেলভম দলের সদর দফতরে সোমবার জরুরি বৈঠক ডাকেন।

চঞ্চীগড়ে ক্রিসমাসের উৎসবের দিন একটি গির্জার বাইরের স্টলে বিভিন্ন ধরনের জপমালার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন এক মহিলা।

সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল হয়েছে, নেই চিকিৎসক

নয়াদিল্লি, ২৫ ডিসেম্বর : কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক সাধারণ মানুষের জন্য যাতে আরও ভাল চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যায় সেজন্য ৬টি নতুন এইমস তৈরি করেছে। কিন্তু চিকিৎসক নেই। ফলে দিল্লির অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেসের আদলে তৈরি এই ৬টি নতুন হাসপাতাল চরিত্রে সুপার স্পেশালিটির হলেও নখদন্তহীন অবস্থায় রয়েছে। তাদের চালু করতে এবার তাই সরকার অবসরপ্রাপ্ত চিকিৎসকদের ভাড়া করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যেসব চিকিৎসক দেশের অগ্রণী মেডিক্যাল ইনস্টিটিউটগুলিতে কাজ করেছেন, চুক্তির ভিত্তিতে এবার তাদের এই হাসপাতালগুলিতে নিয়োগ করা হবে।

স্বাস্থ্য মন্ত্রকের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, মোটামুটি নিচুতলার দু'টি স্তরে কর্মী নিয়োগ হলেও ক্লিনিক্যাল ডিসিপ্লিনগুলি প্রায় ফাঁকাই রয়ে গেছে। এবার তাই বিভিন্ন ফ্যাকাল্টিতে অধ্যাপক, অ্যাডিশনাল ও অ্যাসোসিয়েট চিকিৎসক-অধ্যাপক নিয়োগ করা হবে অবসরপ্রাপ্ত চিকিৎসকদের মধ্যে থেকেই। কেন্দ্রীয় সরকার নতুন যে ৬টি অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস (এইমস) তৈরি করেছে, সেগুলি ঋষিকেশ, যোধপুর, ভোপাল, রাইপুর, পাটনা এবং ভুবনেশ্বরে। কোনওটিই এখনও পর্যন্ত চিকিৎসক ও ফ্যাকাল্টির অভাবে পুরোপুরি কার্যকর হয়ে উঠতে পারেনি। এই কারণেই অবসরপ্রাপ্ত ফ্যাকাল্টি লেভেলের অধ্যাপকদের যোগ্যতার ভিত্তিতে এই নতুন এইমসগুলিতে নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক। তাদের নিয়োগ হবে পুরোপুরি চুক্তিভিত্তিক। বয়সের ঊর্ধ্বসীমা স্থির হয়েছে ৭০।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের মুখপাত্র আরও জানিয়েছেন, ৬টি নতুন এইমসেই একাধিক স্পেশালিটি এবং সুপার স্পেশালিটি ডিসিপ্লিন থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র ভাল চিকিৎসকের অভাবে তা শুরু করা যাচ্ছে না। এমনকি আউট পেসেন্ট ও ইন পেসেন্ট বিভাগগুলিও চালু করা সম্ভব হচ্ছে না।

চালকের তৎপরতায় এড়ানো গেল সংঘর্ষ

গোয়ালিয়র, ২৫ ডিসেম্বর : রেলওয়ে ক্রসিংয়ের পাশে গাড়ি দাঁড় করিয়ে রেখে অন্যত্র যাওয়ার ঘটনা সারা পৃথিবীতেই ঘটে থাকে। তবে সেসব ক্ষেত্রে সাধারণত রেল চলাচলের পথটি খোলা রাখা হয়। কিন্তু সোমবার গোয়ালিয়রে যা ঘটল, তাতে এসইউভি চালকের অপরিসীম উদাসীনতা ছাড়া আর কীই বা বলা যায়?

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এসইউভি-র চালক গাড়িটিকে গোয়ালিয়রের কাছে রামদাসঘটি হল্টের কাছে একটি রেলওয়ে ট্র্যাকের উপর রেখে চলে যান। সেই সময় ওই ন্যারো গেজ লাইন দিয়ে একটি ট্রেন আসছিল। সুমাওয়ালি ও গোয়ালিয়র স্টেশনের মধ্যে এই ট্রেন চলাচল করে। দূর থেকে চালক দেখতে পান রেল ট্র্যাকের উপর রাখা এসইউভি গাড়িটিকে। সঙ্গে সঙ্গেই ট্রেনটিকে থামানোর ব্যবস্থা করেন তিনি। ফলে বড়মাপের সংঘর্ষ এড়ানো সম্ভব হয়। এরপর খবর যায় রেল পুলিশের কাছে। তারা দীর্ঘ সময় ধরে খুঁজেও চালকের হদিশ পায়নি। ফলে ট্রেনটি চলাচলেই শুধু দেরি হয়নি, বিপুল জনতা কৌতূহলবশে ঘিরে ধরেন গাড়ি ও ট্রেনটিকে। শেষ পর্যন্ত পুলিশ গাড়িটিকে রেল ট্র্যাক থেকে সরিয়ে দিয়ে ট্রেনটিকে পাস করায়।

যোগের ধর্মীয় অর্থ সংকীর্ণ নয় : বেঙ্কাইয়া

মুম্বই, ২৫ ডিসেম্বর : যোগের ধর্মীয় অর্থ সংকীর্ণ নয়, বরং এর আবেদন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ভারতীয় যোগের নানা ধরনের স্তর রয়েছে বলে দাবি করেছেন উপরাষ্ট্রপতি। মুম্বইতে যোগা ইনস্টিটিউটের শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে উপরাষ্ট্রপতি বলেছেন, ভারতীয় যোগ মানুষের স্বাস্থ্যের সঙ্গে মানসিক বৈচিত্র্য এবং ভাবাবেগগত আদর্শের সংযোগ সাধন করে। উপরাষ্ট্রপতি আরও বলেন, বিশিষ্ট ঋষি পতঞ্জলি যোগার দর্শন তুলে ধরেন। ভারতীয় যোগই কোনও মানুষের বিশৃঙ্খল চিন্তাধারাকে নিয়ন্ত্রণ করে তার অন্তর্নিহিত শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে পারে। এগিয়ে দিতে পারে শান্তির দিকে। পতঞ্জলি যে ভারতীয় যোগকে তুলে ধরেন, তা অষ্টাঙ্গ যোগ নামে পরিচিত। ভারতীয় যোগ থেকে ব্যায়ামের সূত্রপাত হয় একাদশ শতকে। হঠযোগের অংশ এই শারীরিক কসরত বলেও মন্তব্য করেন উপরাষ্ট্রপতি।

শতাব্দী শেষে প্রবল তাপমাত্রা আর আর্দ্রতার সাঁড়াশি আক্রমণ শুরু হবে উত্তর-পূর্ব ভারতে

চেন্নাইয়ে স্যানথম গির্জায় মধ্যরাতের প্রার্থনায় অংশ নিয়েছেন নানা বয়সের মানুষজন।

নয়াদিল্লি/নিউইয়র্ক, ২৫ ডিসেম্বর : শতাব্দী শেষে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে প্রবল গ্রীষ্ম আর আর্দ্রতার সাঁড়াশি আক্রমণ শুরু হবে, একটি পরিবেশ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সমীক্ষায় অন্তত এরকমই বলা হয়েছে। আর্দ্রতা গরমকে কিছুটা ঢেকে রাখলেও আবহাওয়ার পরিস্থিতি ক্রমশ খারাপের দিকে যাবে।

জার্নাল এনভায়রনমেন্টাল রিসার্চ লেটার্সে এ সংক্রান্ত প্রজেক্টটি ছাপা হয়েছে। সেখান থেকেই দেখা যাচ্ছে, শতাব্দী শেষে উত্তর-পূর্ব ভারতে আবহাওয়ার ক্ষেত্রে কী ভয়ংকর পরিবর্তন করবে। বহু এলাকাতেই নাটকীয়ভাবে বেড়ে যাবে আর্দ্রতার পরিমাণ। এর ফলে সারা বিশ্বেই লক্ষ লক্ষ মানুষ কষ্ট পাবেন। তবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হবে উত্তর-পূর্ব ভারতের ঘন জনবসতিপূর্ণ অঞ্চলগুলিতে।

নিউইয়র্কের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক দলটির প্রধান ইথান কফেল জানিয়েছেন, এর প্রভাব যে কত ব্যাপক হতে পারে এখনও পর্যন্ত বহু জায়গাতেই সে সম্পর্কে মানুষের কোনও ধারণাই নেই।

মানুষের ত্বকের উপরেও এর প্রভাব পড়বে বলে জানিয়েছেন গবেষক দলটি। উত্তর-পূর্ব ভারত ছাড়াও আর যে যে অঞ্চলে এই মারাত্মক গরম ও আর্দ্রতার প্রভাব পড়তে পারে সেই অঞ্চলগুলি হল আমেরিকার দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল অর্থাৎ আমাজন সংলগ্ন অঞ্চল, পশ্চিম ও মধ্য আফ্রিকা, আরব পেনিনসুলা এবং চিনের পূর্বাংশ। এর ফলে বিভিন্ন অঞ্চলে তাপমাত্রা ক্রমশ বাড়বে।